STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

জুন ২০১৯
নবপর্যায় ৭৪
মূল্য ১০ টাকা

ঐক্য পরিষদের বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলন

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৈষম্য : সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ ১২ টাকা, সংখ্যালঘুদের ৩ টাকা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে পূর্বেকার মতো ধর্মীয় বৈষম্য অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে বলা হয়, লোকগণনার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে প্রকল্পবাদে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর জন্যে মাথাপিছু বরাদ্দ ১১ থেকে ১২ টাকা আর সংখ্যালঘুর মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৩ (তিন) টাকা।

*সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ ৫ম পৃষ্ঠায়
* বাজেট বৈষম্যের তথ্য ছক ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

জাতীয় প্রেসক্লাবে ঐক্য পরিষদের বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন — পরিষদ বার্তা

গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্রকুমার নাথ বৈষম্যের পাওয়ার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

লিখিত বক্তব্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তীর্থ ভ্রমণ, তাঁদের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় পরিচালনা, পুরোহিত, সেবায়েত, যাজকদের কল্যাণে, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে, মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গির্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন, গবেষণা ইত্যাদির জন্যে চলতি অর্থ বছরেও বাজেট কোনো বরাদ্দ রাখা হয় নি। হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ও সেবায়েতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বিগত অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দ থাকলেও এবারের অর্থ বছরে অনুরূপ কোনো বরাদ্দ নেই। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্যে প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত প্রকল্পের জন্যে বাজেট বরাদ্দ অব্যাহত থাকলেও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে বাজেটে কোনো বরাদ্দ এখনো নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্মবালম্বীদের জন্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা নামে বিদ্যমান প্রকল্পের ৪০ শতাংশ মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদেরই কল্যাণে তা ব্যয়িত হয়। এর মধ্যে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপনের প্রাক্কালে ঐক্য পরিষদ কর্তৃক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিরাজমান বৈষম্যে পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের নতুন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু — পরিষদ বার্তা

তিন দশক পর স্থায়ী ঠিকানায় ঐক্য পরিষদ

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।।

র‍্যাংকিন স্ট্রিট থেকে তেজতুরি বাজার, তারপর জাহানারা গার্ডেন থেকে নাহার প্লাজা, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক (সাবেক সোনারগাঁও রোড)। সেখান থেকে পুরানা পল্টনে দারুস সালাম আর্কেড। এখান থেকেই স্থায়ী ঠিকানায় : পল্টন টাওয়ার, স্যুট নং ৩০৫ (৪র্থ তলা), ৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এভাবেই এখন স্থায়ী ঠিকানায়। ১৯৮৮ সালের ২০ মে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ্যাড. সুধাংশুশেখর হালদারের ৮, র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাড়িতে জন্ম নিয়েছিল ঐক্য পরিষদ।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ঐক্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবেশ করে। নতুন করে শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন নিপীড়ন। এর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা সংগঠিত হতে শুরু করে।

ঐক্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রসঙ্গে ড. ভৌমিক ইতিপূর্বে এক নিবন্ধে লিখেছেন ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ২২ জন শেষ পৃষ্ঠায়

ঝর্ণাধারা চৌধুরী : মানবাধিকারের আলোকবর্তিকা

বিধান দাশগুপ্ত

জীবিতাবস্থায় কেউ কেউ কিংবদন্তী হয়ে উঠেন; আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা রাস্তায় না হেঁটে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকী গোটা পৃথিবীকে বর্ণময় এবং অর্থময় করে তোলেন, তেমনই একজন বিরল মানুষ সদ্য প্রয়াত ঝর্ণাধারা চৌধুরী।

ঝর্ণাধারা চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৮ খ্রি. লক্ষ্মীপুর জেলার চণ্ডিপুর ইউনিয়নের কালিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে। বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী এবং মাতা আশালতা চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রাম খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পৃষ্ঠা ৩

রণদা প্রসাদ ও ভবানী প্রসাদ সাহা হত্যা এবং গণহত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদন্ড

শেষের পাতার পর

সহায়তায়। এ অপরাধে সঙ্গে ছিলেন মাহবুবুরের পিতা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ও বড় ভাই মান্নান। এ দু'জনই মারা গেছেন। ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, তারা যে অপরাধ করেছেন তা গুরুতর। অন্যদিকে আসামির আইনজীবী গাজী এম এইচ তামিম বলেন, এই রায়ে তারা সংক্ষুব্ধ, তারা আপিল করবেন। নিয়ম অনুযায়ী, রায়ের এক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ পাবেন আসামি মাহবুবুর রহমান।

রাজীব সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমাদের পরিবারের ওপর একটা ঝড় বয়ে যায়।এটা একটা বোঝা হয়েছিল। আজ আমরা বিচার পেলাম। রণদাপ্রসাদ সাহার পুত্রবধূ বলেন, অত্যাচারের বিচার পেয়ে, স্বাধীনতার এত বছর পর হলেও উত্তর পেয়েছে আগামী প্রজন্ম। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা লজ্জাজনক, মর্মান্তিক। আর পি সাহার মতো মহান একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এবং সবার কাছে আশীর্বাদ চাই।

যে অভিযোগ আনা হয় আসামির বিরুদ্ধে।। আসামির বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগ আনা হয়। যার মধ্যে রয়েছে, মাহবুবুর রহমান একাত্তরের ৭ মে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর গ্রামে কুমুদিনী কমপ্লেক্স ও ভারতেশ্বরী হোমসে যায়। সেখানে গিয়ে তারা রণদাপ্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) এবং তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহার খোঁজ করে। তাদের না পেয়ে তারা ৩৩ জন নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসীকে হত্যা করে। পরে রাত ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জে খানসামায় গিয়ে নিজ বাসভবন থেকে আর পি সাহা ও ভবানীপ্রসাদ সাহাসহ ৫ জনকে অপহরণ ও হত্যা করে। ১৪ মে আসামিসহ রাজাকাররা টাঙ্গাইলে মির্জাপুর ও আশেপাশের গ্রাম থেকে ২৪ জন নিরীহ হিন্দুকে আটক করে সরকারি সার্কিট হাউসে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে তাদের মধুপুরে নিয়ে ব্রাস ফায়ারে হত্যা করে। তাদের মধ্যে ২২ জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ২ জন বেঁচে যায়। সব মিলিয়ে তিনটি অভিযোগে মোট ৬০ জনকে হত্যা করা হয়।

মামলার বিবরণ।। ২০১৭ সালের ২ নভেম্বর এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশনে দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আতাউর রহমান। তার আগে এক সংবাদ সম্মেলনে তদন্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান খান ও জ্যেষ্ঠ সমন্বয়ক সানাউল হক। হান্নান খান তখন বলেছিলেন, আসামি মাহবুবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মে মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২০-২৫ জন সদস্যকে নিয়ে রণদাপ্রসাদ সাহার বাসায় অভিযান চালায়। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রসিকিউশনের দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নেয়ার পর ২৮ মার্চ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল। এক বছরের বেশি সময় শুনানির পর গত ২৪ এপ্রিল মামলাটি রায়ের জন্য অপেমান (সিএভি) রাখা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্ত। আসামিপক্ষে ছিলেন গাজী এম এইচ তামিম।

মানবহিতৈষী আর পি সাহা। মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ রণদাপ্রসাদ সাহা (আরপি সাহা)কে ব্রিটিশ সরকার রায়বাহাদুর খেতাব দিয়েছিল। মানবসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে সরকার তাকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক দেয়। তিনি আর পি সাহা নামে সমধিক পরিচিত। রণদাপ্রসাদ সাহার পৈতৃক নিবাস ছিল টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। সেখানে তিনি একাধিক শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এক সময় নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসায় নামেন রণদা প্রসাদ সাহা; থাকতেন নারায়ণগঞ্জের খানপুরের। ওই বাড়ি থেকেই তাকে, তার ছেলে ও অন্যদের ধরে নিয়ে যায় আসামি মাহবুবুর রহমান ও তার সহযোগিরা।

রণদা প্রসাদ সাহার পৈতৃক নিবাস ছিল টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতা গিয়ে কুলি, মজুর, ফেরিওয়ালার কাজে কাটে তার প্রথম যৌবন। এক পর্যায়ে স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে কারাগারে যান। তার চাকরিজীবন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোরের সদস্য হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থদের সেবা দেয়ার মধ্যে দিয়ে। যুদ্ধ শেষে রেলওয়ের টিকেট কালেক্টরে চাকরি পান তিনি। ১৯৩২ সালে ওই চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার সময় পাওয়া অর্থ দিয়ে শুরু করেন ব্যবসা। প্রথমে লবণ ও কয়লার ব্যবসা শুরু করলেও পরে ঠিকাদারি ব্যবসায় বড় আকারের পুঁজি সংগ্রহ করেন রণদা প্রসাদ। এক পর্যায়ে তিনি বেশ কিছু লঞ্চের মালিক হন এবং সেসব নৌযান মেরামতের জন্য গড়ে তোলেন নারায়ণগঞ্জের প্রথম ডকইয়ার্ড। ১৯৪০ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জে জর্জ এ্যান্ডারসনের পাটের ব্যবসা কিনে নেন। ১৯৪৩ সালে টাঙ্গাইলে কুমুদিনী কলেজ এং ১৯৪৬ সালে মানিকগঞ্জে বাবার নামে দেবেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে গঠন করেন 'কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল'।

১৯৭১ সালে ৭ মে রাজাকার আলবদররা পাকিস্তানি হানাদারদের নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে রণদাপ্রসাদ ও তার পুত্র ভবানীপ্রসাদকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের আর কোনো খোঁজ মেলেনি। ধারণা করা হয় সেই দিনই তাদের হত্যা করা হয়। স্বামী ও পুত্রকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর শয্যাশায়ী হন দানবীর রণদাপ্রসাদের স্ত্রী কিরণবালা দেবী। শেষ জীবনে তিনি নির্বাক হয়ে যান। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার পর ১৯৮৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন তিনি। দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২০১৫ সাল থেকে কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থা 'দানবীর রণদা স্মৃতি স্বর্ণপদক' চালু করেছে।

একটি মহাভারত হয়ে যাবে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

দায়ে ১০জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার কর্মকর্তা নিবারণ বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শিক্ষার্থীদের কাছে মহানবী সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়ায় শিক্ষক প্রভাত চন্দ্র ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার আটক হয়েছেন। নড়াইলে সামাজিক মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করায় পুলিশ রাজকুমার সেনকে গ্রেফতার করেছে রোববার, ৩১মার্চ। বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর; কিন্তু হিন্দুধর্মকে প্রতিনিয়ত অবমাননা করা হলেও ওঁদের কোনো অনুভূতি থাকতে নেই?

৫ এপ্রিল বাকেরগঞ্জের কোষাবড় গ্রামের পলাশ ও প্রশান্ত দাসের সম্পত্তি জরদখল করে প্রভাবশালী জনৈক মুসলমান পাকা বাড়ি নির্মাণ শুরু করে দেন। ৩১শে মে ঢাকার একটি দৈনিক জানাচ্ছে, সিলেটে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ২০ কোটি টাকার ভূমিতে জোরপূর্বক নির্মাণ কাজ শুরু করেছে এসটিএস গ্রুপ। ২৭ শে মে অপর একটি মিডিয়া জানিয়েছে, লীছড়িতে সাঁওতালদের শ্মশানসহ কুড়ি একর সম্পত্তি দখল করেছেন ওয়ার্ড মেম্বার রিয়াজুল করিম। একইদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ৫টি হিন্দু পরিবারকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি দখল নিয়েছেন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা হাজী ওয়াস আলী। হিন্দু সম্পত্তি আসলেই বাংলাদেশে গনিমতের মাল। সরকার এনিমি প্রপার্টি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জমিগুলো হিন্দুর। কার জমি কে বিক্রি করে?

বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে ১৮ এপ্রিল সাতক্ষীরার খড়িয়াডাঙ্গায় একদল মুসুল্লির হামলায় ২০জন হিন্দু জখম হয়েছে। ১১ জুন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একজন এমপি বলেছেন, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার', এ বক্তব্য ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তার বক্তব্য এক্সপাঞ্জ হয়েছে, তবে মন থেকে কি মুছে গেছে? ওপরের ঘটনাগুলো সমসাময়িক, হিন্দু নির্যাতনের বিচিত্র ধারা। সাতচল্লিশের ধারাবাহিকতা। স্বাধীন বাংলাদেশে তা থামেনি, বরং বেড়েছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের ইতিহাস, রক্তাক্ত ইতিহাস। এ ঘটনাগুলো 'টিপস অন আইসবার্গ', বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা লিখতে গেলে একটি মহাভারত হয়ে যাবে। কে লিখবে সেই মহাকাব্য? কে করবে এই অত্যাচারের বিচার? একজন নাগরিক হিসাবে দেশের হিন্দুরা বিচার চাইতেই পারেন, তাঁরা বিচার চানও বটে, মামলা হয়, মাঝে-মধ্যে সন্ধ্যায় গ্রেফতার, সকালে মুক্তি নাটক হয়, কিন্তু 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। হিন্দু বিচার পায়না। এজন্যে অনেকে বলেন, 'বিচার চাহিয়া সরকারকে লজ্জা দেবেন না'।

সংখ্যালঘুদের ৩ টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবসানে ২ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের দাবি উত্থাপন-পরবর্তীতে বাজেট অধিবেশন চলাকালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দিলেও এর অনুমোদিত বাজেটে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেও বাজেটে ঘোষিত বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় নি। অতি সম্প্রতি উক্ত ২০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্যে কয়েকটি জেলার হিন্দু মন্দিরকে ইতোমধ্যে কেবল চিহ্নিত করা হলেও আজ পর্যন্ত কোনো টাকা ছাড় হয় নি। এ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির প্রতি রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা, অবহেলা আজো সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে কোনো থোক বরাদ্দের ঘোষণা আজও আসে নি।

সংবাদ সম্মেলনে বিগত চার দশকের অব্যাহত ধর্মীয় বৈষম্য নিরসনকল্পে আগামি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অন্যূন ২ হাজার কোটি টাকা, তীর্থ ভ্রমণের জন্যে অন্যূন ১০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের পাশাপাশি বিদ্যমান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে বাতিল করে ফাউন্ডেশন-এ রূপান্তর, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঘোষিত ২০০ কোটি টাকার অনতিবিলম্বে ছাড়, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সঠিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিরুপণকল্পে এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরুপনের জন্য সর্বাঙ্গীন শুমারীর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ, প্রতিটি জেলায় ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনসহ মোট ৬-দফা দাবিনামা উত্থাপিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর,মিলনকুমার দত্ত, মঞ্জু ধর, নির্মল রোজারিও, ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় মহাথেরো, দীপেন চ্যাটার্জী প্রমুখ।

সভাপতি
উত্তম কুমার সেন

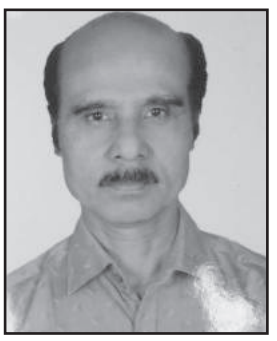

সাধারণ সম্পাদক
নিরঞ্জন পাল

ঐক্য পরিষদ মির্জাপুর উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

উত্তম সেন সভাপতি, নিরঞ্জন পাল সম্পাদক নির্বাচিত

মির্জাপুর((টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মির্জাপুর উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ জুন উপজেলা সদরের আন্ধরা লোকনাথ মন্দিরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ টাঙ্গাইল জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক অধীরচন্দ্র সাহা। সকাল ১১টায় মন্দির প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিবৃন্দ।

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উত্তম কুমার সেন লালুর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাধন চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাবেক সভাপতি ও টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষচন্দ্র সাহা, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের টাঙ্গাইল জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও টাঙ্গাইল জেলার জিপি আনন্দমোহন আর্য্য, ঘাটাইল উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র দত্ত, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মির্জাপুর উপজেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সরকার হিতেশচন্দ্র পুলক, ঐক্য পরিষদের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা জাসদের সভাপতি জগদীশ প্রামাণিক, অধ্যাপক শিবপদ ঘোষ, নিরঞ্জন পাল, যতীন সরকার, সুনীলসারথী বর্মন, কার্তিক সাহা, অনুপকুমার দত্ত আশু, পূজা উদযাপন পরিষদ মির্জাপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রমথেশ গোস্বামী শঙ্কর প্রমুখ।

পরে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তমকুমার সেন লালুকে সভাপতি ও নিরঞ্জন পালকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মির্জাপুর উপজেলা শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঝর্ণাধারা চৌধুরী : মানবাধিকারের আলোকবর্তিকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতৃঘাতি ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যাহতির পরে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে সহকর্মীদের নিয়ে দাঙ্গাপীড়িত মানুষের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করেন। সেইসমস্ত গান্ধী-কর্মীদের সমাজসেবামূলক কাজ দেখে ঝর্ণাধারা চৌধুরী উদ্বুদ্ধ হন এবং সেই শিশু বয়সেই নিজেকে সমাজসেবায় উৎসর্গ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রথমেই তিনি লক্ষ্য করেন, অশিক্ষার কারণে সমাজের নারীরা চরমভাবে অবহেলিত ও নিগ্রহের শিকার হন। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৫৩ খ্রি. নারীশিক্ষার জন্য তার বড় বোন কবিতা দত্তসহ 'কল্যাণী শিক্ষায়তন' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু নারীশিক্ষা-বিরোধিতাকারীদের চক্রান্তের কারণে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬০ খ্রি. তিনি চট্টগ্রামে অবস্থিত 'প্রবর্তক সংঘ'-এ যোগদান করেন। সেখানে শিক্ষিকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ১৯৭৯ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ খ্রি. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন প্রবর্তক সংঘের প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিরাপদে বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সাহসী ভূমিকা রাখেন।

১৯৮৯ খ্রি. বর্তমান গান্ধী আশ্রমে যোগদান করে হতদরিদ্র নারীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে হাজার হাজার নারীর জীবনমাণ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। শ্রীমতী চৌধুরীর কঠোর পরিশ্রমে মহাত্মাগান্ধীর উদ্বোধন করা বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রটি বর্তমানে 'গান্ধী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট' নামে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এলাকায় দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। স্থানীয় পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসায় তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। এ কাজের ধারাবাহিকতায় নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার বার লক্ষ হতদরিদ্র পরিবার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী।

ঝর্ণাধারা চৌধুরী তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী', বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া পদক ২০১১; ২০১৩ খ্রি. হরিয়ানা কর্তৃক 'রণবীর সিং, 'গান্ধী স্মৃতি শান্তি সদভাবনা' পুরস্কার, চ্যানেল আই এবং স্কয়ার কর্তৃক ২০১০ 'কীর্তিময়ী নারী' হিসেবে স্বীকৃতি এবং ২০১০ খ্রি. শ্রীচৈতন্য' পুরস্কারে ভূষিত হন। নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০৭ খ্রি. 'সাদা মনের মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগ শান্তির জন্য কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার; পিছিয়ে পড়া নারী জাগরণে অনবদ্য কাজের স্বীকৃতি 'অনন্যা পুরস্কার', ২০০০ খ্রি. আমেরিকার ওল্ড ওরেন্টবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শান্তি পুরস্কার' এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ নিয়ে সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'আন্তর্জাতিক বাজাজ পুরস্কার' লাভ করেন।

ঝর্ণাধারা চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে চিরকুমারী। মহাত্মাগান্ধীর ত্যাগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অত্যন্ত সাদামাটা জীবন-যাপণে অভ্যস্ত একজন সদালাপী মানুষ ছিলেন। সারাজীবন তিনি নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। সমাজসেবা, নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় 'একুশে পদক' ২০১৫ লাভ করেন।

গত ২৭ জুন ২০১৯ খ্রি. সকাল ০৬:৩৫ মিনিটে এই মহিয়সী নারী ৮০ বছর বয়সে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে শেষনি:স্বাস ত্যাগ করেন। ঝর্ণাধারা চৌধুরীর প্রদত্ত অঙ্গীকার-নামানুসারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মরদেহ দান করা হয়।

এই ক্ষণজন্মা মহিয়সী নারীর প্রতি 'পরিষদ বার্তা' পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোকাঞ্জলি।

তিন দশক পর স্থায়ী ঠিকানায় ঐক্য পরিষদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেশ করার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ এই বিল প্রতিরোধে কয়েকবারই বৈঠকে মিলিত হন। মূলত তারা এ্যাড. সুধাংশু শেখর হালদারের (বর্তমানে প্রয়াত) বাড়িতে বৈঠকে বসতেন। মাঝে মধ্যে বৈঠক হতো বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের (বর্তমানে প্রয়াত) বাড়িতে। এরই ধারাবাহিকতায় এ্যাড. সুধাংশু শেখর হালদারের বাড়িতে ২০ মে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। ২২ মে সমাবেশের আয়োজন করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এখানে সংগঠনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। ঘোষণাপত্রের বক্তব্য সম্পর্কে ড. ভৌমিক বলেন, আমাদের দাবি ছিল অষ্টম সংশোধনীর রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বাতিল এবং পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান পুন: প্রতিষ্ঠা, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করে ভূমির ওপর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, সকল ক্ষেত্রে শতকরা বিশভাগ প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং বৈষম্যের অবসান ও নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রথম গঠিত কমিটিতে আহ্বায়ক ছিলেন ৬ জন : বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, এস কে চৌধুরী বড়ুয়া, শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথেরো, গ্যাব্রিয়েল মানিক গোমেজ ও এ্যাডভোকেট শিরিল সিকদার। সদস্য সচিব ছিলেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। ঐক্য পরিষদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অঙ্গনে। প্রথম নির্বাচিত কমিটির ৩ সভাপতি ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথেরো ও টি রোজারিও। সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক।

অধ্যাপক ভৌমিক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আরও বলেন, ১৯৮৯ সালের ৭ ও ৮ এপ্রিল ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অঙ্গনে সম্মেলন উপলক্ষে মহাসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। গণজাগরণ সরকারকে এতটাই উদ্বিগ্ন করেছিল যে সরকার সম্মেলনের খবর প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ৪ এপ্রিল আমাদের নেতা মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সি.আর দত্ত বীরউত্তমের ওপর হামলা করা হয়। আমরা থেমে থাকিনি। সকল বাধাকে উপেক্ষা করে ঢাকায় দশ সহস্রাধিক লোকের সফল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন। আওয়ামী লীগ ও গণতান্ত্রিক বাম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধক প্রধান অতিথিসহ বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি কে. এম. সোবহান, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ ও মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সি.আর দত্ত বীরউত্তম, এ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বোধিপাল মহাথের, টি. রোজারিও ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সূচনা বক্তব্য দেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। সম্মেলনে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সি.আর দত্ত বীরউত্তম, ভদন্ত বোধিপাল মহাথের ও টি রোজারিওকে সভাপতি এবং ড. নিম চন্দ্র ভৌমিককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় নির্মল দে, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও এ্যাড. সুব্রত চৌধুরীকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। অধ্যাপক ভৌমিক বলেন,

১৯৯২ ও ১৯৯৫ তে রমনা গ্রিনে সম্মেলন উপলক্ষে মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি জেলায় কমিটি গঠিত হয়।

ড. ভৌমিক বলেন, ঐক্য পরিষদ গঠনের সূচনায় আর্টবিশপ মাইকেল রোজারিওর নেতৃত্বে অন্যন্য বিশপবৃন্দ ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার আহ্বান জানান। মহাসংঘনায়ক ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের ঐক্য পরিষদ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের শুভাশিস দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ সরাসরি জড়িত না থেকেও আমাদের আর্শীবাদ ও প্রেরণা যোগান।

ড. ভৌমিক আরও জানান, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যপরিষদের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃত হয় এবং শাখা গড়ে উঠে। ২০০১ সালে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পল্টন ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যালঘু জনগণ দাবি আদায়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমাদের দাবিসমূহ জাতীয় দাবি হিসাবে স্বীকৃত হয়। সম্মেলনে সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং দ্বিতীয় দিন পাহাড়ি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম-এর সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র রোধিপ্রিয় লারমাও উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ১৯৯১ সালে প্রথমে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে পরে ফ্রান্স-জার্মানি-ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদের শাখা গড়ে তোলা হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, সরকার, পার্লামেন্ট সদস্য এবং জাতিসংঘের নিকট তুলে ধরা হয়।

ঐক্য পরিষদের প্রথম অফিস হিসেবে কাজ শুরু করে ৫৩ তেজতুরি বাজারে এ্যাড. শিরিল সিকদারের অফিসে। এখানে কমিটির বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তীতে এ্যাড. শিরিল সিকদারের অফিস জাহানারা গার্ডেনে স্থানান্তরিত হলে ঐক্য পরিষদের অফিসও এখানে স্থানান্তরিত হয়। এখানেই কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০২ সালের দিকে অফিস স্থানান্তরিত হয় বীরউত্তম মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত সড়কে (সাবেক সোনারগাঁও রোড) নাহার প্লাজার ৮ম তলায়। এখানে দীর্ঘসময় ঐক্য পরিষদের অফিস কাজ করে। পরবর্তীতে পুরানা পল্টনে দারুস সালাম আর্কেডে ঐক্য পরিষদের অফিস স্থানান্তরিত হয়।

পরিষদের স্থায়ী ঠিকানা এখন পল্টন টাওয়ারে, স্যুট নং ৩০৫ (৪র্থ তলা), ৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০। গত ২৮ জুন ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে পরিষদের কাজ শুরু হয়। ঐক্য পরিষদ ও অঙ্গসংগঠনসমূহের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ এদিন উপস্থিত ছিলেন। অফিসের শুভযাত্রার সূচনা বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় পত্রিকার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর-০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

বিচিন্তা

ভারতের নাগরিক বিল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

ভারতের বিগত লোকসভায় নাগরিকত্ব বিল পাশ হয়েছিল (যা রাজ্যসভায় পাশ হলেই আইনে পরিণত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সে সময় অনুমোদন পায়নি)। লোকসভায় পাশ হওয়া বিলটির মধ্য থেকে সে দেশের নাগরিকদের একাংশের মধ্যে অনিশ্চিয়তা ও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এছাড়া বিশ্বে সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগরিক সমাজের মধ্যে কোনোরূপ বিভাজনের সূচনা কারও কাম্য হতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধের খাদে-পড়া, বিপন্ন মানবিকতার দুঃসময়ে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-উত্তেজনার সেদিনকার বৈশ্বিক পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরের বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে জোট নিরপেক্ষ শান্তি-সহযোগিতার ভারতের বিশ্বজনীন প্রভাবশালী ভূমিকা আজও সকল প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথে উক্ত বিলটি সঙ্গতিপূর্ণ কী না প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিতর্কিত এই বিলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে থেকে যে নাগরিকরা ২০১৪ সনের পূর্বে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের নাগরিকত্ব দেয়ার কথা রয়েছে।

ভারতের নাগরিকত্ব আইনে যে তিনটি দেশের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের কথা আছে।

একথা ভুললে চলবেনা অবিভক্ত ভারতের জনগণ দেশীয় রাজনীতিবিদদের অপরিণামদর্শী স্বার্থপরতা এবং ব্রিটিশ ভেদনীতির কারণে উপমহাদেশে ঐতিহাসিক সর্বনিকৃষ্ট মানব ট্রাজেডির ঘটনা যার কুফল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করে চলেছে উপমহাদেশের নিরপরাধ জনগণ- যে ট্রাডিশান এখনও সমানে চলছে জনজীবনে। ১৯৪৭ এর দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান মানব-ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস ও বর্বরতম ১৯৭১-এর গণহত্যা চালিয়েও অনিবার্য ভাঙন থেকে পাকিস্তান রেহাই পায়নি– ধর্মের বর্ম দিয়ে জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম ঠেকান যায়নি– বাংলাদেশের জন্মকালীন– রক্ত-অশ্রু-আগুনের মুর্হূতের প্রধান ধাত্রী ভারত; সেকথা মর্মে মর্মে জানে- সে দেশের হাজার হাজার সেনাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। সেদিনকার পাকিস্তানের গণহত্যার সহযোগিদের (চীন-মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যের) বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভারত এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর একনিষ্ঠ (বলিষ্ঠ) ভূমিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশের জন্মের স্বার্থে সাহায্য সহযোগিতা ও দৃঢ়তা ছিল অভূতপূর্ব (আগামিতে বর্তমান খন্ডিত পাকিস্তানে বালুচ, সিন্ধি ও পাঠান জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ বনাম ইসলামি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিণতি দুনিয়াকে দেখতেই হবে।)

একথাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, ধর্ম-জাতিসত্ত্বা নির্বিশেষে জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রধান রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি সংবিধানে থাকা সত্ত্বেও সাংঘর্ষিক 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বিধান সংযুক্তিতে কার্যত 'ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের' সহাবস্থানের রশিটানাটানি অব্যাহত রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যা দূর্ভাগ্যজনক ও আত্মঘাতি। পরিণতিতে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের ৪৮ বছর পর সাম্প্রদায়িকতার ছোবলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা ৭১ সনের শতকরা ২৯ ভাগ জনসংখ্যা বর্তমানে হিন্দু শতকরা ৯.৬ ভাগ আদিবাসীসহ সর্বমোট ১২ ভাগে পর্যবসিত হয়েছে- রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য- পীড়নের ধারাবাহিক খড়গাঘাতে। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তানের ১৭ দিনের যুদ্ধে এ অঞ্চলে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' 'ক্রাশ হিন্দু' তে পরিণত হয়ে শত্রু সম্পত্তির 'খড়গ চালু হয় যা আজও অর্পিত সম্পত্তি' নামে সুগার কোটেট সংখ্যালঘু পীড়ন নির্যাতনের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এটাকে জনসংখ্যার কপুরিকরণের কারণ বলা চলে।

বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি, নাগরিক সমাজ,প্রচার মাধ্যম, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ মিলিতভাবে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর পাকিস্তানি মতাদর্শের প্রতিচ্ছায়া ঠেকাতে গণসচেতনতা, গণপ্রহরা, গণপ্রতিরোধ এবং গণআন্দোলন জারি রেখেছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্টি এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং সংশ্লেষের পক্ষে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র ধারণের জন্য জামায়াতে ইসলামিকে অধিকাংশ দেশবাসী কখনও মেনে নিতে পারেনা। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ।

ভারতের নাগরিকত্ব বিল একাধিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদেশ থেকে আসা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার কথা হলেও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি প্রশ্রয় পেতে পারে, যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চরিত্রে ছায়াপাত ঘটাবে আর বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সংখ্যালঘু নির্যাতন ও বিতাড়নে পরো প্রণোদনা দেবে। এছাড়া, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্বদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিত্যাগ করে ভারতে যাওয়ার টোপ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে। বাংলাদেশে সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, প্রচার মাধ্যমসহ নাগরিক সমাজ এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা সাধ্যমত সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় সক্রিয় সচেষ্ট তারা এই বিল পাশ হলে আশাহত হবেন এর প্রতিক্রিয়ার কারণে। অন্যদিকে বিলটি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর মনস্তাত্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টি করতে পারে। আসামে জাতিসত্তাসমূহের মানুষেরা উক্ত বিল বিরোধিতায় অব্যাহত হরতাল পালন অস্থিরতারই ইঙ্গিতবহ।

ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণে এই বহু আলোচিত বিলটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের এবং মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুমুখী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-বিভেদ-বৈষম্য-সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে, বাড়তে পারে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। অসহিষ্ণুতা দেশ-দুনিয়ায় বাড়ছে, বাড়ছে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িকতাও। জন্ম থেকে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে মানবতাকে ক্রমাগত যারা জ্বলতে দেখেছে, যারা দাঁতে দাঁতে চেপে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি ও মানবতার পক্ষে লড়েছে নির্ভিক ভাবে, যারা মরেছে অকাতরে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা কিভাবে নেবে? মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতা জয়ী হবেই। গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই মর্মে হুশিয়ার হতে হবে যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার আপাতত ভোট ও ক্ষমতার জয় এনে দিতে পারে কিন্তু পরিণতিতে গণতন্ত্র ও মানবিকতার পরাজয় অনিবার্য করে তুলতে পারে, যা সমগ্র উপমহাদেশসহ বিশ্বের জন্য হবে বিপদ সংকেত। বিশেষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের দেশ অন্তর্ভূক্তিমূলক সমৃদ্ধ সমাজের উত্তরাধিকারি ভারতের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের এই রকমের বিল আইনে পরিণত হোক তা কাম্য হতে পারে না।

অতএব, " বুঝহ সুজন যে জান সন্ধান "।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা লিখতে গেলে একটি মহাভারত হয়ে যাবে

শিতাংশু গুহ

২২ জুন ২০১৯, নিউইয়র্ক ॥ চট্টগ্রাম জেলে খুন হয়েছেন অমিত মুহুরী। তাকে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনা বুধবার ২৯ মে ২০১৯'র। তার পরিবার বলেছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অমিত তার পিতাকে অনুরোধ করেছিলো, তাকে যেন অন্য জেলে স্থানান্তরিতের চেষ্টা করা হয়। নিহতের পিতা অরুণ মুহুরী বলেছেন, অমিত ভীত ছিলো যে জেলের ভেতরে কেউ হয়তো তাকে মেরে ফেলবে। টাকা-পয়সা লেনদেনের কথাও বলেছিলো। পিতার ভাষ্যমতে, তারা অমিতের কথায় কান দেননি। কারণ জেল তো নিরাপদ। জেল কর্তৃপক্ষ ঘটনা স্বীকার করে বলেছে, অন্য এক বন্দি অমিতকে খুন করেছে। অমিতকে যখন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তখন তিনি মৃত। প্রশ্ন ওঠেছে, অমিতের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েই কি তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে? অমিতের বিরুদ্ধে বেশ ক'টি মামলা ছিলো, কিন্তু তিনি দণ্ডিত অপরাধী ছিলেন না। খুন হবার সময়কার ভিডিও ক্লিপিং নেই, কারণ যাই হোক, এই না থাকাটা সন্দেহজনক।

এপ্রিল মাসের ত্রিশ তারিখ পঞ্চগড় জেলের ভেতরে এডভোকেট পলাশকুমার রায়-কে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। পলাশ আইনজীবী, ক্রিমিনাল ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে, অর্থ আত্মসাৎ এবং মানহানির মামলা ছিলো। তিনি নিজেই ওগুলোকে 'ভুয়া' বলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। বলা হচ্ছে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে গালাগালি করেছিলেন। পলাশের শরীরে আগুন দেয়া হয় ২৬ এপ্রিল, তিনি মারা যান ৪দিন পর। মৃত্যু শয্যায় অমিত তার মা-কে বলেছেন, তিনি বাথরুমে গেলে দু'জন লোক তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই দু'জন কারা? তাঁরা পেট্রোল পেলো কোথা থেকে? তারা কি বাইরে থেকে এসেছিলো? অমিতের অপরাধ কি, কেনই বা তাকে এভাবে মরতে হলো? কেউ জবাব দেবে না? জেল তো নিরাপদ জায়গা। জেলের ভেতরে দু'টি হত্যা, কারোই কি কোনো দায় নেই? কেউ কি দায়িত্ব নেবে না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তদন্তের দোহাই দিয়েছেন। এসব হত্যা কি মেনে নেয়া উচিত? এ গুলো কি হিন্দু নির্যাতন? ১১ জুন ২০১৯ মঙ্গলবার দিনদুপুরে নেত্রকোনার সাখুয়া বাজার সংলগ্ন গন্ধর্বপুর গ্রামের বিষ্ণু বর্মনকে আইসিস স্টাইলে খুন করেছে জনৈক তাসকিন ইবনে আহাদ। দা দিয়ে কুপিয়ে বিষ্ণু বর্মনের গলা থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। বীভৎস ছবিতে দেখা যায়, তার দেহ চৌকির ওপর আর মাথাটা মাটিতে। পৈশাচিক ও অমানবিক ঘটনা। পুলিশ আহাদকে ধরেছে, এবং বলেছে, আহাদ মানসিক ভারসাম্যহীন। বাংলাদেশে অনবরত মুর্তি ভাঙছে। আইসিস স্টাইলে খুন হচ্ছে। পুলিশ যদি কাউকে ধরতে পারে, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই বলে দিতে পারে, অভিযুক্ত 'মানসিক ভারসাম্যহীন'। পাগলের তো আর বিচার হয় না। বিষ্ণু বর্মন হত্যার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নাটোরে এক ব্রাহ্মণ গুলিতে নিহত হয়েছেন। ১২ জুন বুধবার দুপুরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহতের নাম অলোককুমার বাগচী। নাটোর জেলার লালপুর থানার গোপালপুরের ঠাকুরবাড়িতে এ হত্যাকান্ড ঘটে। ব্যবসায়ী অলোক বাগচীকে দুর্বৃত্তরা কাজের ছুতায় ডেকে নিয়ে হত্যা করে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর লাশের মিছিলে সর্বশেষ যুক্ত হলেন নাটোরের পুরোহিত। বিষ্ণু বর্মন ও অলোক বাগচী হত্যা কি সংখ্যালঘু নির্যাতনের মধ্যে পড়ে? এদিকে বৃহস্পতিবার ১৩ জুন সন্ধ্যায় নরসিংদীতে যুবতী ফুলনরানী বর্মনের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। ভাগ্য ভালো, তিনি মারা যাননি, ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন। দেশের একটি বড় কাগজে ৪ঠা এপ্রিল গলাচিপা, পটুয়াখালীর একজন শেফালীরানীর হৃদয়বিদারক ছবি ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৩ দিনেও তিনি তাঁর সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া কন্যা পূর্ণিমাকে ফিরে না পেয়ে বাকরুদ্ধ। ঢাকার কেরাণীগঞ্জের নাবালিকা সুস্মিতা মজুমদার অপহৃত হন জানুয়ারিতে, এখনো তাঁর কোনো হদিস নেই? উভয় ঘটনায় আসামীর নাম দিয়ে মামলা হয়েছে। পুলিশ এদের ধরতে পারে না! দু'টোই নাবালিকা অপহরণ ও ধর্মান্তরণের ঘটনা, বাংলাদেশে এটি মহামারী আকার ধারণ করেছে।

১০ই জুন ঢাকার একটি বড় মিডিয়া হেডিং করেছে, আদমদীঘিতে একদিনের ব্যবধানে ফের মুর্তি ভাঙচুর। বগুড়ার আদমদীঘিতে প্রথমদিন কালী মণ্ডপের প্রতিমা ভাঙচুর হয়, একদিন পর সন্যাসতলায় আবার ভাঙে দু'টি মুর্তি। চাঁদপুরে ১৩জুন পুরাণবাজারের দাসপাড়ায় দুর্গামন্দির এবং প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ৮ এপ্রিলের খবর, যশোরের মণিরামপুরে ৮টি প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে। ওয়াজে প্রায়শ মুর্তিভাঙার ফতোয়া দেয়া হয়। এজন্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এ অপরাধে একজনের ও বিচার হয়নি। ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার

পৃষ্ঠা ২

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৈষম্য প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-র পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করবেন। আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে সহৃদয় উপস্থিতির জন্যে আপনাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা জানি, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী ও আদিবাসী জনগণের সম্মিলিত আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন-জীবিকার সর্বস্তরে ধর্মীয় বৈষম্যের যে সূচনা ঘটে সুদীর্ঘ ৪ দশক পরেও তা থেকে আজও বেরিয়ে আসতে পারে নি বাংলাদেশ যদিও বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল মতায় । ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে তা' এখনও দৃশ্যমান।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এবারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ্জ চুক্তি সম্পাদন, হজ্জ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ্জ ও ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি তীর্থভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। হজ্জবিষয়ক খাতে বাজেটে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৪.৩০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫৯.৩৯ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৯.৭১ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৭.২৫ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬৯.৭৫ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৩০০.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থভ্রমনের জন্যে পূর্বেকার মতোই আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও কোনো বরাদ্দ নেই।

বাজেট বরাদ্দ থেকে আরও দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫০ লক্ষ, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫৪ লক্ষ, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৭ লৰ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১.২৫ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১.৪৬ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৪.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তদনুরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির কেন্দ্রীয় উপাসনালয়সমূহকে প্রধান উপাসনালয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তা' পরিচালনার জন্যে আগামি ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও পূর্বেকার মতোই কোনরূপ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজের মধ্যে ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও উল্লেখিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫০ লক্ষ, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫৫ লক্ষ, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৯ লক্ষ , ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬০ লক্ষ, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ২.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পূর্বেকার মতোই এবারের বাজেটেও কোনো বরাদ্দ নেই।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ইমাম ও মুয়াজ্জিন ট্রাস্ট খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২.৪০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২.৫৭ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২.৭৫ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২.০০ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২.২৫ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ১১.৯৭ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্মযাজকদের জন্য পূর্বেকার মতোই আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও কোনোরূপ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় নি।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে দেখা যায়, জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯১.৫৯ কোটি ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৬৮.৮৮ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৩১.০৭ কোটি অর্থাৎ এ তিন অর্থ বছরে মোট ৮৯১.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় হয়েছে। অথচ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে অনুরূপ মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গির্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে বাজেটে কোনো বরাদ্দ নেই।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে দেখা যায়, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি খাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫.৬৮ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৬.৮০ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৭.৯৫ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২২.৭০ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৩.৬১ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ৯৬.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিগত চার দশকে কোনো বরাদ্দ না থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ও সেবায়েতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩.১৭ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭.০০ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৭.৯৭ কোটি ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, কিন্তু প্রস্তাবিত অর্থ বছরে এ খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে আরো দেখা যায়, প্রতি অর্থবছরের বাজেটের মতো ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান খাতে সামাজিক উন্নয়ন, গবেষণা ইঃ ব্যাপারে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৮.৯০ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২১.৫৮ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২২.২৪ কোটি,২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৯.২০ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩০.২৬ কোটি অর্থাৎ এ পাঁচ বছরে মোট ১২২.১৮ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পরন্তু, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালনার জন্যে আলাদাভাবে কোনো বরাদ্দ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ধর্মীয় খাতে বিশাল বৈষম্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে প্রকল্প গ্রহণ অতি সাম্প্রতিক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা নামে বর্তমান সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যাতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৩ কোটি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৭ কোটি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬২.৫৯ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ৪০% মুসলিম সম্প্রদায়ের। বিপরীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা ইসলামিক মিশন ইত্যাদিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে কোনো অমুসলিম নেই। বাজেটে দেখা যায়, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম বারের মতো প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রকল্প বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১.৬৭ কোটি এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৬ লক্ষ টাকা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮৬ লক্ষ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩.৪২ কোটি এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩.৩২ কোটি করে বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে বাজেটে এ জাতীয় কোনো প্রকল্প বরাদ্দ এখনো নেই।

গত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনায় মাথাপিছু বরাদ্দের চিত্রটি আরও করুণ এবং দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশের সরকারি লোকগণনার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, প্রকল্পবাদে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুযায়ী ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ যেক্ষেত্রে ১১ থেকে ১২ টাকা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মাথাপিছু বরাদ্দ সেক্ষেত্রে মাত্র ৩ টাকা। যদিও সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব নাগরিককে সমভাবে দেখতে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ হিসেবে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অবশ্যই মোট বরাদ্দের বৃহত্তর অংশ পাবে কিন্তু মাথাপিছু বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য হবে? আমরা মনে করি, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিদ্যমান বৈষম্য জিইয়ে রেখে বাংলাদেমের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়েকে সমভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এ মন্ত্রণালয় প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না বলে আমাদের কাছে মনে হয়।

এ প্রেক্ষাপটে গত ২৪ মে ২০১৬-র সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান বৈষম্যসমূহের অনতিবিলম্বে অবসানের এবং দীর্ঘ চারদশকের অধিককাল অব্যাহত ধর্মীয় বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে বিরাজমান অনগ্রসরতা পূরণকল্পে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে, কল্যাণে, তীর্থভ্রমণে, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে, সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনায়, ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সংলাপের আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্যে অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।

এর দু'দিন পর গত ২৬ মে ২০১৬ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘদিনের বাজেট বৈষম্যের বিষয়টি লিখিতভাবে তাঁর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি পরবর্তীতে সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালে তাঁর বাজেট বক্তৃতার শেষাংশে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ২০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ ঘোষণা করেন। সংসদে এই অর্থবরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হলেও ২০১৬-১৭-র অনুমোদিত বাজেটে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। পরিতাপের বিষয়, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯-এ তিন অর্থ বছরেও বাজেটে ঘোষিত বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। অতি সম্প্রতি জানা গেছে, উক্ত ২০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৭.০৬ কোটি ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৬.২০ কোটি মোট ২৩.২৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখে ব্যয়ের জন্যে কয়েকটি জেলায় কিছু মন্দিরকে ইতোমধ্যে কেবলমাত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এখনও এর কোনো কাজই শুরু হয় নি। ভাবতে অবাক লাগে, প্রতি বছর সরকারের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসানকল্পে বিগত তিন বছরের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা, অবহেলার এ এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

এ প্রেক্ষিতে আমাদের দাবি -

১. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বার্ষিক বরাদ্দ প্রদান করে বিদ্যমান হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে 'ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তরিত করে বিরাজমান ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যে উন্নয়নের কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হোক।

২. মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে ঘোষিত ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ অনতিবিলম্বে ছাড় দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হোক। একই সাথে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য আগামী অর্থ বছরে অর্থাঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনুরূপ থোক বরাদ্দ দেয়া হোক।

৩. বিগত চার দশকের অধিক অব্যাহত ধর্মীয় বৈষম্য নিরসনকল্পে আগামি অর্থ বছর ২০১৯-২০-এ অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হোক। সে সাথে আগামি অর্থ বছরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থভ্রমণের জন্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অন্যূন ২০ (বিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হোক।

৪. সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় কার্যত সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে কাজ করছে বিধায় এ অনুচ্ছেদের অন্য অংশে বিধৃত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের সম-অধিকার বাস্তবায়নার্থে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হোক।

৫. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সঠিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিরূপণকল্পে এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণের জন্যে সার্বিক শুমারির রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

৬. ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মন্দির/প্যাগোডা/গির্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেয়া হোক।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা বলতে চাই- সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দেশের সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সময়ের দাবি। ধর্মীয় বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সরকার উল্লেখিত দাবিসমূহ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন- এ প্রত্যাশা আমরা করছি। দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের কথা শুনেছেন, তজ্জন্যে জানাই আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।

ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে আজকের আহুত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য ও দাবিসমূহ আপনারা, সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সরকার ও জাতিকে অবহিত করবেন- এ আশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সবার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

রানা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

বাজেট বৈষম্য : সংক্ষিপ্ত তথ্য

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
উন্নয়ন বাজেট	১,০৭৪.৪৭	১,১৬৪.৭২	৭৪৯.৯৬	৩৯৪.০০	২৯৮.৮৩
অনুন্নয়ন বাজেট	২৬৩.৪৫	৩৩০.০৮	২২৪.৭৪	২১১.৬৩	১৯৫.৫৮
মোট বাজেট	১,৩৩৭.৯২	১,৪৯৪.৮০	৯৭৪.৭০	৬০৫.৬৩	৪৯৪.৪১

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯
সহায়তা কার্যক্রম ঃ			
১০	হজ্ব অফিস	৬.০৪	৬.৪৫
১১	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৭২.৮৪	৬৮.৯৪
১২	যাকাত ফান্ড প্রশাসক	১.২২	১.১৭
১৩	বায়তুল মোকারম মসজিদ	১.৪৬	১.২৫
১৪	ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী	২৩.৬১	২২.৭০
১৫	ইমাম ও মুয়াজ্জেম কল্যাণ ট্রাষ্ট	২.২৫	২.০০
১৬	ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান	৩০.২৮	২৯.২০
১৭	বাংলাদেশ ওয়াকর প্রশাসক	০.৫৫	০.৬০
১৮	হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্ট	-	৮০.৯০*
১৯	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট	০.৯০	০.৭৩
২০	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট	০.৫০	০.২৮
	মোট =	১৩৯.৬৫	২১৪.২২
	সর্ব মোট =	২৬৩.৪৫	৩৩০.০৮

* ৭৯.০০ কোটি টাকার বিশেষ মূলধন অনুদান সহ

উন্নয়ন বাজেট : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	মন্তব্য ২০১৭-১৮
০১	হবিগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান ৪৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার	-	২.৪৯	১.০৯
০২	শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির	-	৬.৭৯	২.৯৭
০৩	চট্টগ্রাম সহ ৪টি জেলায় ১৪৯টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	-	৬.৯২	৩.০০
০৪	পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরন প্রকল্প	-	৩.৬৯	-
০৫	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	৬২.০০	৬২.৫৯	-
০৬	প্র্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	৩.৩২	৩.৪২	-
	মোট (ধর্মীয় সংখ্যালঘু) =	৬৫.৩২	৮৫.৯০	-

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	মন্তব্য ২০১৭-১৮
০৭	ধর্মমন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত	১১৫.১২	-	-
০৮	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম	৩.০৮	৪.০৭	-
০৯	ইসলামী ফাউন্ডেশন জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠকসেবা কার্যক্রম	-	৬.৪১	-
১০	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	৩৮০.০৬	৬৬৬.৪০	-
১২	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপেক্স স্থাপন প্রকল্প	১৭.১৩	৬.০০	-
১৩	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারন ও শক্তিশালীকরন	১০.০৫	১০.৯৪	-
১৪	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	৪৩১.০৭	৩৬৮.৮৮	-
১৫	ময়মনসিংহ ও মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপেক্স ও বায়তুল মোকারম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালী করন	২৯.৯০	১০.০০	-
১৬	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরন প্রকল্প	২২.৭৪	৬.১২	-
	সর্বমোট =	১০৭৪.৪৭	১১৬৪.৭২	-
	ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বারাদ্দের আনুপাতিক হার =	৬.০৮%	৭.৩৭%	-

অনুন্নয়ন বাজেট : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কোটি টাকায়)

খাত	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামিক পতিষ্ঠান	২৫৮.২৩	২৪৪.৪৫	২১৯.৯৫	২০৭.৪০	১৯১.৭৩
হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	৩.০৫	৮৪.০০	৪.১৩	৩.৬০	৩.২৫
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	১.৪৫	১.১৫	০.৪৭	০.৪৫	০.৪৩
খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান	০.৭২	০.৪৮	০.১৯	০.১৮	০.১৭
মোট =	২৬৩.৪৫	৩৩০.০৮	২২৪.৭৪	২১১.৬৩	১৯৫.৫৮
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	৫.২২	৮৫.৬৩	৪.৭৯	৪.২৩	৩.৮৫
আনুপাতিক হার	২%	২৬%	২%	২%	২%

অনুন্নয়ন বাজেট : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯
বিশেষ কার্যক্রম ঃ			
০১	পরিচালন কার্যক্রম (সচিবালয়)	১০.৭৪	৮.৬৫
০২	বাংলাদেশের বাহিরে হজ বাবদ ব্যয়	৬৩.৭১	৬০.৮০
০৩	মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরী	৪৫.০০	৪১.৯৮
০৪	হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরী	৩.০৫	৩.১০
০৫	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরী	০.৫৫	০.৪২
০৬	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরী	০.২২	০.২০
০৭	ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমি, জেদ্দা	০.২৫	০.৬০
০৮	ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড	০.২৪	০.১২
০৯	সরকারী কর্মচারীদের জন্য ঋণ	০.০৩	-
	মোট =	১২৩.৭৯	১১৫.৮৭

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
সচিবালয়			১৭.৫০	-	৫.০৯
ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	১,২৩৭.৩৮	১,৩২৩.২৭	৮৮২.১২	৫৫৬.৪৪	৪৪৭.৬৩
ধর্মীয় সংখ্যালঘুঃ					
হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্ট (অফিস)	-	৮০.৯০	১.৩৩	০.৯০	০.৭৫
হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্ট (মন্দির সংস্কার)	-	১৬.২০	৭.০৬	-	-
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিৰা প্রকল্প	৬২.০০	৬২.৫৯	৫৪.৪০	৩৭.০০	৩৩.০০
পুরোহিত ও সেবায়েত দক্ষতা বৃদ্ধি (প্রকল্প)	-	৩.৬৯	৭.৯৭	৭.০০	৩.১৭
হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	৩.০৫	৩.১০	২.৮০	২.৭০	২.৫০
বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও প্রতিষ্ঠান	৪.৭৭	৪.৫৭	১.৩৩	১.৪১	২.১০
খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাষ্ট	০.৭২	০.৪৮	০.১৯	০.১৮	০.১৭
মোট ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়	৭০.৫৪	১৭১.৫৩	৭৫.০৮	৪৯.১৯	৪১.৬৯
মোট ধর্ম মন্ত্রণালয় বাজেট	১,৩৩৭.৯২	১,৪৯৪.৮০	৯৭৪.৭০	৬০৫.৬৩	৪৯৪.৪১
আনুপাতিক হার	৫%	১১%	৭.৭%	৮%	৮%

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
হজ্ব বিষয়ক বরাদ্দ (মুসলিম সম্প্রদায়)	৬৯.৭৫	৬৭.২৫	৫৯.৭১	৫৯.৩৯	৪৪.৩০
তীর্থভ্রমন (হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান)	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
বায়তুল মোকাররম মসজিদ	১.৪৬	১.২৫	০.৫৭	০.৫৪	০.৫০
জাতীয় মন্দির/প্যাগোডা/গীর্জা	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক	০.৫৫	০.৬০	০.৫৯	০.৫৫	০.৫০
দেবোত্তর ভূমি সংরক্ষণ	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট	২.২৫	২.০০	২.৭৫	২.৫৭	২.৪০
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজক কল্যাণ ট্রাস্ট	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	৪৩১.০৭	৩৬৮.৮৮	৯১.৫৯	-	-
জেলা ও উপজেলায় মডেল মন্দির/ প্যাগোডা/ গীর্জা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	নাই	নাই	নাই	-	-

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী	২৩.৬১	২২.৭০	১৭.৯৫	১৬.৮০	১৫.৬৮
পুরোহিত, সেবায়েত এবং ধর্ম যাজকদের প্রশিক্ষণ একাডেমী	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত)	২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত)
ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান	৩০.২৬	২৯.২০	২২.২৪	২১.৫৮	১৮.৯০
হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিস্টান মিশন প্রতিষ্ঠান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসে মিছিল পরিষদবার্তা

গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল সমাবেশে পৈতৃক জমি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি

॥ গাইবান্ধা প্রতিনিধি ॥

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাঁওতাল সম্প্রদায় গত ৩০ জুন সাঁওতাল বিপ্লব দিবসে আয়োজিত এক সমাবেশে তাদের পৈতৃক ১,৮৪২ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে। প্রতিবছর সাঁওতালরা এই দিনে সাঁওতাল বিপ্লবের শহীদদের স্মরণ করেন।

সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি, আদিবাসী বাঙালি সংহতি পরিষদ, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ইউনিয়ন, কাপেং ফাউন্ডেশন এবং জনউদ্যোগ গাইবান্ধা ইউনিটের যৌথ আয়োজনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী তীর-ধনুক, লাল পাতাকা, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে কয়েকশ সাঁওতাল মিছিল করে সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম থেকে গোবিন্দগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। এই শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশ থেকে সরকারের প্রতি ৭ দফা দাবি জানানো হয়। সমাবেশ থেকে ১৭ জুলাই ডিআইজির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ফিলিমন বাসকে।

সমাবেশে উত্থাপিত ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে পৈতৃক ১,৮৪২ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়া, সমতল ভূমির আদিবাসী জনগণের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, হামলায় হতাহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ঘটনার হোতাদের গ্রেফতার, উচ্ছেদকৃত সাঁওতালদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও পুলিশি হয়রানি বন্ধ, সাঁওতালদের বাড়িঘরে যারা আগুন লাগিয়েছিল সেসব পুলিশকে গ্রেফতার ও শাস্তিদান, অধিগ্রহণের শর্ত ভঙ্গ করে মিলের জমি যারা লিজ দিয়েছে চিনি কলের সেসব কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অধিগ্রহণ করা জমি সাঁওতালদের মধ্যে বিতরণ।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর প্রায় ১২শ সাঁওতালকে তাদের পৈতৃক ভূমি (১,৮৪২ দশমিক ৩০ একর) থেকে উচ্ছেদ করা হয়, এ সময় ৩ জনকে হত্যা করা হয়, ২শ' ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ৩০ নেতাকে কারাগারে নিপে করা হয়।

সমাবেশে বক্তাগণ অভিযোগ করেন, সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকদের ওপর হামলার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেলেও হতাহতদের পরিবার-পরিজন কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। বক্তাগণ অবিলম্বে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রতি আহ্বান জানান।

যোগাযোগ করুন
নতুন স্থায়ী ঠিকানায়
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কার্যালয়
পল্টন টাওয়ার, স্যুট নং-৩০৫ (৪র্থ তলা), ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন ঢাকা-১০০০

রমা বৈদ্য, সভাপতি — রূপালী দাশ, সাধারণ সম্পাদক

মহিলা ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনকল্পে ২১ জুন সকাল ১০টায় আন্দরকিল্লাস্থ আর্বান সেন্টারে পরিষদ কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়। সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বিষ্ণুযশা চক্রবর্ত্তী, রাজীব দাশ, সজল চৌধুরী, সাগর মিত্র, তাপস দে, মাস্টার শ্যামল দে, দেবর্ষী চক্রবর্ত্তী, শম্ভু সরকার, অধ্যাপক নীলমণি শর্মা, প্রমা চৌধুরী, রূপশ্রী দাশ, শিল্পী মিত্র, শর্মিলা বৈদ্য, ডাঃ ইলা বড়-য়া, মিহিরকান্তি বিশ্বাস, ডাঃ চন্দন দত্ত, শুকা ধর প্রমুখ। সভায় নিম্নলিখিত মহিলাদের নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কর্ম কর্তারা হলেন, সভাপতি রমা বৈদ্য, ১ম সহ-সভাপতি শিল্পী মিত্র, সাধারণ সম্পাদক রূপালী দাশ, যুগ্ম সম্পাদক ডা. ইলা বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপ্না দে, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শর্মিলা বৈদ্য, দপ্তর সম্পাদক সবিতা দাশ, শিক্ষার্থী বিষয়ক সম্পাদক সোমা মুখার্জী ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক শান্তা বিশ্বাস। সভায় ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন করা হয়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

॥ রতন সিং, দিনাজপুর থেকে ॥

২৮ জুন শুক্রবার সকাল ১১টায় দিনাজপুর শহরের নিমতলা মন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ, জেলা শাখার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জেলার হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট ও নবাবগঞ্জে ২১ সদস্য বিশিষ্ট ৩টি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক ও দৈনিক সৃজনী পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি সুনীল চক্রবর্তী। এসময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি, দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক সৃজনী পত্রিকার সম্পাদক স্বরূপ বকসী বাচ্চু, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায়, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব রতন সিং, সদস্য মৃত্যুঞ্জয় রায়, দুর্জয় দাস, তিতুন, প্রশান্ত রায় চৌধুরী জুন, সুবীর চক্রবর্তী, খোকন দাস, কমল দত্তসহ প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার অন্তর্গত হাকিমপুরে স্বাগতম সাহাকে আহ্বায়ক ও সজলকুমার সাহাকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট হাকিমপুর উপজেলা শাখা, ঘোড়াঘাটে মনোরঞ্জন মহন্তকে আহ্বায়ক ও রিপন সরকারকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা শাখা ও নবাবগঞ্জে মুক্তিচন্দ্র সরকারকে আহ্বায়ক ও দিলীপ কুমার ঘোষকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ঝর্ণাধারার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

মানব সেবার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একুশে পদক ও রোকেয়া পদকে ভূষিত এবং ভারত সরকারের বেসামরিক পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত শ্রীমতি ঝর্ণা ধারা চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলনকান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মলকুমার চ্যাটার্জী এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এক যুক্তবিবৃতিতে বলা হয়, মানব সেবার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গত ২৭ জুন ঝর্ণাধারার স্মরণে বেলা ১২.০০টায় শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মেলাঙ্গনে আনা হলে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ ভক্তবৃন্দ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ১৬ মে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সভা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আগামি ২৮ জুন সংগঠনের পল্টন টাওয়ারে স্থায়ী কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করা হয়।

সভায় চলতি বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় কাজল দেবনাথ ও মনীন্দ্রকুমার নাথকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রণদাপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ সাহা হত্যা এবং গণহত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদণ্ড

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় দানবীর রণদাপ্রসাদ (আর পি) সাহা ও তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহাসহ ৬০ জনকে হত্যার মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযোগে একমাত্র আসামি টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে ট্রাইব্যুনাল। আসামির বিরুদ্ধে অপহরণ, আটকে রেখে নির্যাতন, হত্যা-গণহত্যার তিন অভিযোগেই সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ২৭ জুন এ রায় ঘোষণা করেন।

উভয় পরে যুক্তিতর্ক শেষে গত ২৪ এপ্রিল রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান (সিএভি) রাখা হয়। এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৩৮তম রায়। রায় ঘোষণার সময় চিফ প্রসিকিউটর গোলাম-আরিফ টিপু, সংশ্লিষ্ট মামলার প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্তসহ অন্য প্রসিকিউটরগণ উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার সঙ্গে নিহত ভবানীপ্রসাদ সাহার স্ত্রী শ্রীমতি সাহা, ছেলে রাজিবপ্রসাদ সাহা ও মহাবীর পতিসহ কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বেশ কয়েকজন। আরপি সাহা হত্যা মামলায় রায়ে প্রসিকিউশন সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

২৩৫ পৃষ্ঠার রায়ে ট্রাইব্যুনাল বলেছে, আসামির বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের আনা তিনটি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অপহরণ, আটকে রেখে নির্যাতন, হত্যা-গণহত্যার তিন অভিযোগেই মাহবুবুরকে সর্বোচ্চ সাজা দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। গত নয় বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এ পর্যন্ত ৩৮টি মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে ৬০ জনকে। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ২৪ জনকে। আর একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান, একজনকে ৯০ বছরের দণ্ড একজনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। আর একজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আপিলে মামলা থাকা অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে আপিল বিভাগে ২৯টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত আল-বদর কমান্ডার জামায়াতে ইসলামির সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের করা আপিলের যুক্তিতর্ক শুরু হচ্ছে ১ জুলাই।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আর পি সাহা — ফাইল ছবি

আমরা বিচার পেয়েছি, বলেছেন রাজীব সাহা

প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্ত বলেন, রায়ে বলা হয়েছে আসামি মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগই প্রসিকিউশন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সম হয়েছে। রণদাপ্রসাদ সাহা সারাজীবন মানবতার পক্ষে কাজ করেছেন। তাকে হত্যা করা, অপহরণ করা, তার ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গণহত্যা চালানো হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৃষ্ঠা ২

২৮ জুন ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের একাংশ — পরিষদ বার্তা

তিন দশক পর স্থায়ী ঠিকানায় ঐক্য পরিষদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশিষ্ট নাগরিক বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে ছিল সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা পুনরায় সংযোজন, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল, মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত ঐতিহ্যবাহী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র সারস্বত সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভবন ফেরত দান অন্যতম। বিশিষ্ট ২২ নাগরিকের মধ্যে ছিলেন এ্যাড. এস আর পাল, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, এ্যাড. গৌরগোপাল সাহা (পরবর্তী সময়ে বিচারপতি), ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন অর্থনীতিবিদ ড. রমণীমোহন দেবনাথ, তিনি হয়রানির শিকার হন। ওই বছরই বাংলাদেশ শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ পরিষদ গঠিত হয় বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। সারা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং কালা-কানুন বাতিলের জন্য সভা-সমাবেশ ও সম্মেলন চলতে থাকে। ঢাকার রমনা গ্রিনে এই পরিষদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক এটর্নি জেনারেল আমিনুল হক সাধারণ সম্পাদক হন। ড. ভৌমিক আরও লিখেছেন, ওদিকে পাহাড়িদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চরম নিপীড়নের মুখে সশস্ত্র প্রতিরোধে রূপ নেয়। প্রথমে মানবেন্দ্র লারমা পরে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। এদিকে বিশিষ্ট সমাজসেবক কে বি রায় চৌধুরীকে সভাপতি ও চিত্তরঞ্জন সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯৭৮ সালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে সামনে রেখে প্রথমে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নামে হিন্দুরা সারা বাংলাদেশে সংগঠিত হয়। বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ৮০-র দশকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন সংগঠিত করার মাধ্যমে তৎপরতা শুরু করে। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের জাতিগত সংখ্যালঘুরাও বাংলাদেশ ট্রাইবাল এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হন।

জেনারেল জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান ইসলামিকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তারই পূর্ণতা দেন তারই উত্তরসূরি জেনারেল এইচ এম এরশাদ। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে তিনি তিনি ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে ৮ম সংশোধনী আনেন। এপ্রিল মাসে বিলটি পেশ করা হয় জাতীয় সংসদে। ৭ জুন পাশ করা হয়। ৯ জুন রাষ্ট্রপতি এতে স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রধর্ম বিল সংসদে পৃষ্ঠা ৩

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পল্টন টাওয়ার, স্যুট : ৩০৫ (৪র্থ তলা), ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২